এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জানুয়ারি ২০১৩

BOOK POST - PRINTED MATTER

ডা না ?

১৮/১২৬

বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, জলবায়ুর পরিবর্তন ভারতসহ এশিয়ার বহু পাখির অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এই পাখি বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ও সংরক্ষিত স্থানের বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, গ্রামাঞ্চলে পাখির থাকার জায়গাগুলি ঠিকমতো রক্ষা করাও দরকার। এমন কি প্রয়োজনে পাখিকে উপযুক্ত পরিবেশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের মতে, বিপন্ন পাখির টিঁকে থাকা নির্ভর করবে সংরক্ষিত স্থানের নজরদারি এবং এক সংরক্ষিত স্থান থেকে অন্য সংরক্ষিত স্থানে পাখির গতি কতটা অবাধ তার উপর। ৩০০ শো ৭০টি এশীয় পাখির উপর ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্ড লাইফ ইন্টারন্যশনাল-এর গবেষকরা এই সমীক্ষাটি করেছেন। এর মধ্যে নাকি ৪৫থেকে ৮৮ শতাংশেরই উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব ।

গিরিসংকট !

১৮/১২৭

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের হিমালয়ে বাঁধ নির্মাণ নিয়ে সমীক্ষা। তাঁদের মতে অসংখ্য বাঁধের ফলে গোটা হিমালয়ের বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, তেমনই ওই অঞ্চলে বসবাসীদেরও ভয়ংকর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

গ্যাডগিল রেগেছেন

১৮/১২৮

খ্যাত পরিবেশবিদ মাধব গ্যাডগিল পরিবেশ রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, সাধারণ মানুষ যখন পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে সরব, তখন পরিবেশ বাঁচানোর পরিবর্তে সরকার তাদের উপরই দমন নীতি প্রয়োগ করছে। গোয়ার ৩৫ শো কোটি টাকার খনি কেলেঙ্কারির উল্লেখ করে তিনি বলেন, খনিশিল্প গোয়ার পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট মানুষদের জীবন জীবিকার ভয়ানক ক্ষতি করেছে।

সুখা

১৮/১২৯

উৎপাদন বাড়াতে এবং কৃষকের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে, জৈব প্রযুক্তি দফতর ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলে নিবিড় বায়োট্রিটেড বর্জ্য-জল প্রকল্প শুরু করেছে। 'ওয়াটার ফর ক্রপস ইন্ডিয়া' নামের প্রকল্পটিতে কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য কলকারখানা ও ঘর-গৃহস্থালীর নোংরা জল রিসাইক্লিং করা হবে। এই জন্য ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন পরস্পরের মধ্যে প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞের আদান প্রদান করবে। প্রকল্পটির লক্ষ্য,দেশে বিশেষত শুখা অঞ্চলে বসবাসকারী গরিব মানুষদের ভালোভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা। প্রকল্পটিতে আয়ন এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া লিমিটেড ও লারসেন ট্যুবরোর মতো বহু উদ্যোগ অংশ নিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ছোট আকারে প্রকল্পটি কার্যকারী করতে ক্ষুদ্র উদ্যোগকেও স্বাগত জানানো হয়েছে।

কী গরম !!

১৮/১৩০

বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ ও সমুদ্রস্তর বৃদ্ধির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে রাষ্ট্রপুঞ্জের পরামর্শ, উষ্ণায়নের মাত্রা প্রাক-শিল্পযুগের অবস্থা থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা। বিজ্ঞানীরা বলেছেন গ্রিন হাউস গ্যাস দ্রুত কমাতে পারলে রাষ্ট্রপুঞ্জের লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া সম্ভব। নেচার পত্রিকায় একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, উষ্ণায়ন দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রাখার সম্ভাবনার ৬০ শতাংশও পেতে বর্তমানের বাজারদর অনুযায়ী কার্বন ধরে রাখার খরচ পড়বে টনপ্রতি ৩০ ডলার। ২০২০ সালের মধ্যে যা বেড়ে হবে ১০০ ডলার। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কার্বনের জন্য যতই মূল্য চোকানো হোক না কেন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাবে।

বিপাকস্থলী

১৮/১৩১

বিশ্বে ১০০ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত। সেই তালিকায় যোগ দেবে আরও ২০০ কোটি । খাদ্য সংকট সেখানেই থেমে থাকবে না, লাগামছাড়া তাপপ্রবাহে শস্য উৎপাদন ক্রমশ কমবে। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ রিডিং -এর গবেষকরা গত ৫০ বছরের শস্য উৎপাদনের উপর সমীক্ষা করে এই মন্তব্য করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ দিয়ে তারাঁ বলেছেন, সেদেশে সম্প্রতি নজিরবিহীন তাপপ্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে যা ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আরো বাড়বে। ২০১২ ছিল আমেরিকার ইতিহাসে উষ্ণতার বছর। গত ২ দশকের মধ্যে ওই বছরে ওদেশে ভুট্টার উৎপাদন সব থেকে খারাপ। গবেষকরা তাঁদের গবেষণাকে ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদ হিসেবে ধরে এখনই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার অনুরোধ করেছেন।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

১৮/১৩২

এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এশিয়া মহাদেশে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন খামারের সঙ্গে বাজার সরবরাহ শৃঙ্খলের যোগ আরো কার্যকারী ও সুদৃঢ় করা। ২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়ার ৫০০ কোটি মানুষের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। জনসংখ্যা, আয় বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের টান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তেই থাকবে। সমীক্ষায় কৃষিতে শক্তি, শ্রম, সার , বীজ-এর খরচ কীভাবে বাড়ছে, তার কী প্রভাব পড়ছে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে তার কারণ সন্ধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির দরুন হিমঘরে আলুর মতো ফসল মজুত করে রাখলেও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

নিরামিষ হৃদয়

১৮/১৩৩

সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, নিরামিষাসীর আমিষাসীর তুলনায় হৃদরোগের আশংকা এক তৃতীয়াংশ কম। আগের অনেক গবেষণা থেকেও এমন প্রমাণ মিলেছে। তবে এবারের গবেষণা বিস্তারিত। গবেষকরা জানিয়েছেন, শরীরের ওজন এক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য সৃষ্টি করে না।গোলমাল বাঁধায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট। যা প্রচুর পরিমাণে আছে চিজ, মাখন, আইসক্রিম ও মাংসে।

হারাধনের ছেলে

১৮/১৩৪

জার্মান বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বহু ব্যবহৃত চলতি রাসায়নিক কীটনাশক উভচর প্রাণীর পক্ষে ভয়ংকর হয়ে উঠছে। বলছেন, সাধারণ কীটনাশকও ব্যাঙকে এক ঘণ্টার মধ্যে মেরে ফেলতে পারে। বলছেন, পৃথিবীজুড়ে উভচর প্রাণী বিপজ্জনকভাবে কমে আসছে, তার অন্য কারণের সঙ্গে রাসায়নিক কীটনাশকও দায়ী ।

উপদেশের ফসল

১৮/১৩৫

ফসলের ন্যায্য দাম পেতে, চাষিদের নিজস্ব কোম্পানি করতে জাতীয় উপদেশক সভা সরকারকে চাষিদের তহবিল দানের প্রস্তাব করেছে। এই কোম্পানি ফসলের দাম,ফসল বাজারজাতকরণ, ফসল সুরক্ষা, কৃষিঋণ, বিমা ও কৃষির বিবিধ দিক নিয়ে কাজ করবে। যার ফলে চাষির উৎপাদন বাড়বে, চাষির ঝুঁকি কমবে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে ‘পরিষেবা’ কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা শুকিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে, তিস্তা পুরো শুকিয়েছে আর ব্রহ্মপুত্র শুকিয়ে যাচ্ছে ফি বছর শুখা মরশুম শুরুর আগে।শুকিয়ে সরু ব্রহ্মপুত্রে নৌকো চালানো মুশকিল হচ্ছে। ওদিকে নদী শুকোনোয় সংকটে তীরবাসী। কারণ চাষ ভালো হচ্ছে না, ভূগর্ভ জলস্তর নামছে, পরিবেশের বিনাশ হচ্ছে।

দক্ষীণ রায় ১৮/১৩৭

সুন্দরবনের সাগর উপকূল তলিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাদাবন লোপ পাচ্ছে। ফলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের থাকার জায়গা কমছে। এমন বলছে, জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন। সোসাইটি এই নিয়ে সমীক্ষা করেছে। ওখানে উপকূলভাগ অস্বাভাবিক গতিতে পেছোচ্ছে এমন বলছে সমীক্ষা। বন কমলে খালি বাঘ নয়, বিপুল ক্ষতি পরিবেশেরও।

S O S ১৮/১৩৮

মহাসাগরগুলিতে জরুরি অবস্থা। বলছে, গ্লোবাল ওশান কমিশন। কারণ, দূষণ ও মাত্রারিক্ত মাছ ধরা। পৃথিবীর অর্ধেক জুড়ে গভীর সমুদ্র, যার উপর কোনো দেশেরই অধিকার নেই। সেই সুযোগ কাজে লাগানো হচ্ছে। ট্রলার - জাহাজ খুশিমতো গভীর সমুদ্র থেকে মাছ তুলে নিচ্ছে। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। কমিশন মনে করে এই নিয়ে ৩০ বছরের পুরোনো আইনের বদল আশু প্রয়োজন। কমিশন মনে করে, আইন বদলে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে এই বেআইনি মৎস্য শিকার বন্ধ করা যেতে পারে।

দৃষ্টির শ্যেন ১৮/১৩৯

আমুর জাতের বাজ কমছে। এই বাজ কমছে নাগাল্যান্ডে। এখানে এই বাজ দেদার শিকার হচ্ছে। হচ্ছে নাগাল্যান্ডের ওখা জেলার দোয়াং সংরক্ষিত অরণ্যে। বছরে এই শিকার সংখ্যা ১১০০-র বেশি। ওখানে এইভাবে শিকার করে রোজগার করে এইরকম দলের সংখ্যা ৬০-৭০। ওখার সরকারি পদস্থরা আমুর রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে।

একাই একশো ! ১৮/১৪০

একক উদ্যোগে অরণ্য। অরণ্য আসামে। অরণ্য আসামের ব্রহ্মপুত্র চরে। উদ্যোগীর নাম যাদব পেয়াং। এই অরণ্য ব্রহ্মপুত্র চরের জোড়হাটে। অরণ্যের আয়তন ১৩৬০ একর। আর বয়স কম বেশি তিরিশ বছর। এই অরণ্য এখন হাতি, গন্ডার ও বাঘের নিরাপদ বাস। পেয়াং জনজাতির মানুষ। জীবিকা গোপালন। অরণ্য বানিয়েছেন সরকারি- বেসরকারি সাহায্য ছাড়াই। পেয়াং-এর ডাকনাম মুলাই। আর অহম ভাষার অরণ্য হল কাঠোনি। ওখানে পেয়াং-এর বনের চলতি নাম মুলাই কাঠোনি।

কয়েকভরি বিপদ ১৮/১৪১

টেমস নদীতে গোল্ডফিশ। গোল্ডফিশের বাস অন্য দেশে। এখন এই দেশে, এই নদীতে গোল্ডফিশের স্থায়ী ডেরা। এর ফলে টেমসের জৈব বৈচিত্রে বিপুল বদল হবে। যার ফল শোচনীয়। এইসব ভেবে ভয় পাচ্ছে গবেষকরা।

কুটুস ? ? ১৮/১৪২

কুটুস ফুল গাছ থেকে বহু উপকার। কুটুস হল লানটানা। জমিতে কুটুস থাকলে এলাচ ফলন ভালো হয়। কুটুস থাকলে ভালো হয় ধান ও গম। কুটুস থাকলে নাকি রোগপোকাও সারে। এই সবের সম্ভাব্য কারণ কুটুস থেকে প্রচুর পাতার মাটিতে পড়া, মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ হওয়া। এইসবের সম্ভাব্য কারণ কুটুসের শিকড় থেকে বেরোনো রাসায়নিক। আবার কুটুস থাকলে নাকি এলাচে শোষক পোকার হানাদারি বোঝা সহজ। এমন সব পর্যবেক্ষণ ও সম্ভাবনার কথা বলেছেন কে ভি এস কৃষ্ণ ডাউন টু আর্থে। জানতে খোঁজ kvskkrishna@gmail.com ।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

অ তুলোনীয় !

১৮/১৪৩

জৈব উপায়ে তুলো চাষে বিশ্বে ভারত এখনো এগিয়ে। ২০০৮-২০০৯-এ -ভারত বিশ্বের মোট তুলোর ফলনের ৬৮ শতাংশ উৎপাদন করেছিল, ২০০৯-১০-এ এই পরিমাণ পৌঁছেছে হয়েছে ৮১ শতাংশে। দেশে জৈব তুলোচাষির সংখ্যা এখন ২০ হাজার। এই তুলো রফতানির প্রথম উদ্যোগী বিদর্ভ জৈব কৃষি সমিতি। এইসবের নেপথ্যে আছে ধারামিত্র, চেতনা বিকাশ সর্বোদয় ইয়ুথ অর্গানাইজেশন ইত্যাদি নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

বাঁধ ভেঙে দাও

১৮/১৪৪

শতদ্রুর ওপর বাঁধ নিয়ে ক্ষোভ। এই ক্ষোভ হিমাচল প্রদেশে। এই বাঁধ হলে ক্ষতি হবে ওখানকার হিমাচলের ২৩৩৭ টি পরিবারের, ক্ষতি হবে ৯৬৭৪ জন বাসিন্দার, ক্ষতি হবে একশো গ্রামের। এই নিয়ে ধর্না চলছে এনভায়রনমেন্ট অ্যাপ্রোভাল কমিটির কাছে। ধর্না শুরু অক্টোবর ২০১১ তে। এখন অব্দি ৫ বার ধর্না হয়েছে। কোনো ফল হয়নি। ধর্নার প্রতিবাদ মঞ্চ হল শ তলেজ বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি ও হিমধারা।

নব রাত্রি

১৮/১৪৫

সৌরাষ্ট্রের খরায় সেচ। সেচ সৌরাষ্ট্রের ১০০ গ্রামে। এর কারণ জল সংরক্ষণ। সংরক্ষণ উদ্যোগ বহুদিনের। সংরক্ষণ ১৯৮৭ থেকে। তৈরি হয়েছে এক হাজার-এর মতো জলাধারও। তৈরি হয়েছে জন উদ্যোগে। সঙ্গে আছে গুজরাট সরকার।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

■■

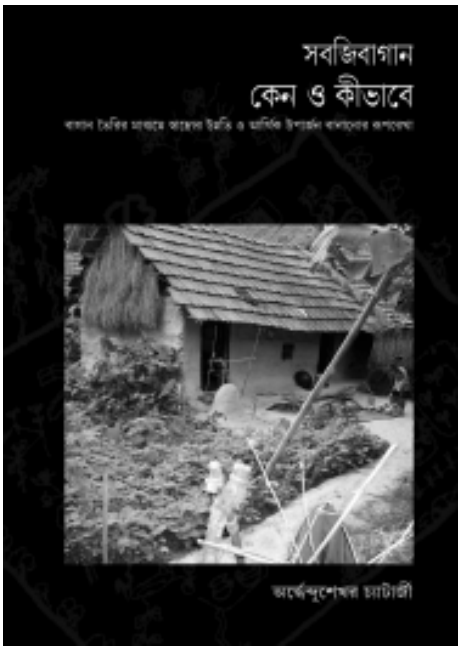

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু